

যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ৭৬৬

১/ বিবিধ

আরবী

أربع لا يشبعن من أربع: أرض من مطر، وأثنى من ذكر، وعين من نظر، وعالم من علم
موضوع

رواه أبو نعيم في " الحلية " (2 / 281) ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات " (1 / 234) عن محمد يعني ابن الفضل عن التيمي عن ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا، وقال: " غريب، تفرد به محمد بن الفضل، وهو ابن عطية ". قلت: وهو كذاب كما قال الفلاس، وقال أحمد: " حديثه حديث أهل الكذب وقال ابن حبان (2 / 274) : " كان يروي الموضوعات عن الأثبات وله طريق أخرى، رواه العقيلي في " الضعفاء " (220) وكذا ابن حبان (2 / 26) عن محمد بن الحسن بن زباله: حدثنا عبد الله بن محمد بن عجلان عن أبيه عن جده عن أبي هريرة، وقال العقيلي: لا أصل له، عبد الله بن محمد بن عجلان منكر الحديث، لا يتابع على هذا الحديث

قلت: وقال ابن حبان: " لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب، وروى عن أبيه نسخة موضوعة

قلت: ومحمد بن الحسن بن زباله كذاب أيضا، وقول السيوطي في " اللآليء " (1 / 210) : " محمد بن الفضل روى له الترمذي وابن ماجه، وابن زباله روى له أبو داود "، فهو مما لا يساوي شيئا بعد تكذيب الأئمة لهما

وروي الحديث عن عائشة، أخرجه ابن عدي (1 / 251) وابن حبان (2 / 143) وعبد الرحمن بن نصر الدمشقي في " الفوائد " (3 / 231 / 1) وابن عساكر (3 / 275 / 2)، 13 / 195 / 1) وكذا الطبراني في " الأوسط " عن عبد السلام بن عبد القدوس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا

وقال ابن عدي: " لا يرويه عن هشام غير عبد السلام، وهو بهذا الإسناد منكر، وعبد السلام عامة ما يرويه غير محفوظ ". وقال ابن حبان: " يروي الأشياء الموضوعية ويبدو أنه قد توبع ولكن من كذاب مثله أو أكذب منه، فقد أورده الحافظ محمد بن طاهر المقدسي في " تذكرة الموضوعات " (ص 11) وقال: " فيه حسين بن علوان وعبد السلام بن عبد القدوس وهما ضعيفان

ونقل السيوطي عنه أنه قال في " تذكرة الحفاظ ": " رواه عن هشام بن حسين بن علوان الكوفي، وكان يضع الحديث، وعبد السلام هذا لعله سرقه منه فإنه بحسين أشهر ". قلت: وفيه ترجمة ابن علوان ساق الذهبي الحديث في جملة أحاديث له، ثم قال: وذكر له ابن حبان أحاديث من هذا النمط مما يعلم وضعه على هشام ". ولما ساق الذهبي هذا الحديث عقبه بقوله: " قلت: وكذاب من كذب! ". قلت: وأما السيوطي فلم يعلم وضعه لأنه أورده في الجامع الصغير " من رواية أبي نعيم عن أبي هريرة، وابن عدي والخطيب في " التاريخ " عن عائشة، وتعقبه المناوي بنحو ما سبق منا، وأقره ابن الجوزي على ذكره في " الموضوعات "! وأما السيوطي فتعقب ابن الجوزي في " اللآليء " (1 / 210 - 211) بما لا طائل تحته وقد ذكرنا قريبا نموذجا من تعقبه

وذكر أن الخرائطي رواه في " اعتلال القلوب " عن محمد بن كعب القرظي من قوله نحوه. وهذا مع أنه موقوف وفي سنده أبا معشر وهو ضعيف فإنه يدل على أن الحديث لا أصل له مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل أولئك الكذابين سرقوه ورفعوه إليه صلى الله عليه وسلم. والحديث أورده ابن القيم في " المنار " فقال (ص 48): " ومما يعرف كون الحديث موضوعا ركافة ألفاظ الحديث وسماجتها بحيث

يمجها السمع ويسمج معناها الفطن". ثم ساق أحاديث هذا أولها

বাংলা

৭৬৬। চারটি জিনিস চারটি বস্তু হতে তৃপ্ত হয় নাঃ যমীন বৃষ্টিতে, নারী পুরুষে, চক্ষু দৃষ্টিতে এবং আলেম জ্ঞানে।

হাদীছটি জাল।

এটি আবু নোয়াইম "আল-হিলইয়াহ" (২/২৮১) গ্রন্থে, তার সূত্রে ইবনুল জাওয়াই "আল-মাওয়া'আত" (১/২৩৪) গ্রন্থে মুহাম্মাদ ইবনুল ফযল হতে তিনি তামীমী হতে তিনি ইবনু সীরীন হতে তিনি আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে মারফু' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেনঃ এটি গরীব। মুহাম্মাদ ইবনুল ফযল এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি হচ্ছেন ইবনু আতিয়াহ।

আমি (আলবানী) বলছিঃ তিনি মিথ্যুক যেমনটি ফাল্লাস বলেছেন। আর ইমাম আহমাদ বলেছেনঃ তার হাদীছ মিথ্যুকদের হাদীছ। ইবনু হিব্বান (২/২৭৪) বলেনঃ তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে বানোয়াট হাদীছ বর্ণনা করেছেন। হাদীছটির আরেকটি সূত্র রয়েছে। সেটি উকায়লী "আয-যোয়াফা" (২২০) গ্রন্থে এবং ইবনু হিব্বান (২/২৬) বর্ণনা করেছেন। উকায়লী বলেছেনঃ এটির কোন ভিত্তি নেই। আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে আজলান মুনকারুল হাদীছ।

আমি (আলবানী) বলছিঃ তার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেনঃ আশ্চর্য হবার উদ্দেশ্যে ছাড়া তার হাদীছ লিখাই হালাল নয়। তিনি তার পিতা হতে একটি জুলি কপি বর্ণনা করেছেন। আমি বলছিঃ এ সনদের আরেক বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ইবনে যাবালাও মিথ্যুক। হাদীছটি আয়েশা (রাঃ) হতে ভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তাতে আব্দুস সালাম ইবনু আব্দিল কুদূস নামের এক বর্ণনাকারী সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেনঃ তিনি বানোয়াট বহুকিছু বর্ণনা করেন। তার ন্যায় বা তার চেয়ে বেশী মিথ্যুক বর্ণনাকারীর দ্বারা তার মুতাবায়াত মিলে।

এ সূত্রের হাদীছটি মুহাম্মাদ ইবনু তাহের আল-মাকদেসী "তায়কিরাতুল মাওয়া'আত" (পৃঃ ১১) গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেনঃ তাতে হুসাইন ইবনু উলওয়ান ও আব্দুস সালাম রয়েছে। তারা উভয়েই দুর্বল।

হাফিয সুয়ূতী তার (ইবনু তাহের) থেকে নকল করেছেন তিনি "তায়কিরাতুল হুফফায়" গ্রন্থে বলেনঃ হিশাম হতে হুসাইন ইবনু উলওয়ান আল-কূফী বর্ণনা করেছেন। তিনি হাদীছ জাল করতেন। আব্দুস সালাম সম্ভবত তার থেকেই চুরি করেছেন। কারণ হুসাইনের সাথে সম্পর্কের দিক দিয়ে তিনি প্রসিদ্ধ।

ইবনু উলওয়ানের জীবনীতে হাফিয যাহাবী হাদীছটি উল্লেখ করে বলেছেনঃ ইবনু হিব্বান তার কতিপয় এরূপ হাদীছ উল্লেখ করেছেন, যা হতে বুঝা যাচ্ছে যে তিনিই (ইবনু উলওয়ান) হাদীছটি হিশামের উপর জাল করেছেন। যাহাবী তার এ হাদীছটি উল্লেখ করে পরক্ষণেই বলেছেনঃ তিনি মিথ্যুক।

হাদীছটি মওকুফ হিসাবেও দুর্বল। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে মারফু' হিসাবে এর কোন ভিত্তি

নেই।

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

🔗 Link — <https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=71645>

📄 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন